কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৩

(১)ইদুল-ফেসাখের আগে হযরত ইসা আ. বুঝতে পারলেন যে, তাঁর এই দুনিয়া ছেড়ে প্রতিপালকের কাছে চলে যাবার সময় হয়ে গেছে। এই দুনিয়ায় তিনি যাদেরকে মহব্বত করেছিলেন, তাঁর সেই নিজের লোকদেরকে তিনি শেষ পর্যন্ত মহব্বত করে গেলেন।

(২)রাতের খাবারের সময় হলো। এর আগেই শয়তান ইহুদা ইবনে সিমোন ইস্কারিয়োতের মনে হযরত ইসা আ. এর সাথে বেইমানি করার চিন্তা ঢুকিয়ে দিলো। (৩)হযরত ইসা আ. জানতেন যে, আল্লাহ সবকিছুই তাঁর হাতে দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন ও আল্লাহর কাছেই যাচ্ছেন। (৪)তিনি টেবিল থেকে উঠলেন এবং ওপরের জামাটা খুলে রেখে কোমরে একটি গামছা বাঁধলেন। (৫)একটি গামলায় পানি নিয়ে হাওয়ারিদের পা ধুয়ে এবং কোমরে জড়ানো গামছা দিয়ে তা মুছে দিতে লাগলেন।

(৬)তিনি হযরত সাফওয়ান পিতরের কাছে এলে তিনি বললেন, "হুজুর, আপনি কি আমার পা ধুয়ে দিতে যাচ্ছেন?" (৭)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "তুমি এখন জানো না আমি কী করছি কিন্তু পরে বুঝতে পারবে।"

(৮)হযরত পিতর রা. তাঁকে বললেন, "আপনি কখনো আমার পা ধোবেন না।" হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমি যদি তোমাকে না ধুই, তাহলে আমার সাথে তোমার কোনো অংশ নেই।" (৯)হযরত সাফওয়ান পিতর তাঁকে বললেন, "হুজুর, শুধু আমার পা নয় কিন্তু আমার হাত এবং মাথাও ধুয়ে দিন!" (১০)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "যে গোসল করেছে, তার পা ছাড়া আর কোনোকিছু ধোয়ার প্রয়োজন নেই, সে সম্পূর্ণ পাকসাফ। এবং তোমরা তো পাকসাফ আছো- যদিও তোমাদের সবাই নয়।" (১১)তিনি জানতেন কে তাঁর সাথে বেইমানি করবে, এজন্যই তিনি একথা বললেন, "তোমাদের মধ্যে সকলে পাকসাফ নয়।"

(১২)তাদের পা ধুয়ে দেবার পর তিনি তাঁর জামাটা গায়ে দিলেন এবং তাঁর জায়গায় গিয়ে বসে তাদের বললেন, "আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম তা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো?" (১৩)তোমরা আমাকে মালিক এবং ওস্তাদ বলে থাকো, আর তোমরা তা ঠিকই বলো, কারণ আমি তা-ই। (১৪)যদি আমি তোমাদের মালিক এবং ওস্তাদ হয়ে তোমাদের পা ধুয়ে দেই, তাহলে তোমাদেরও উচিত একে অন্যের পা ধুয়ে দেয়া। (১৫)আমি তোমাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত রাখলাম, যেনো আমি যা করলাম, তোমরাও তা করো।

(১৬)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, গোলাম তার মালিকের চেয়ে বড়ো নয়; যাকে পাঠানো হয় সে প্রেরকের চেয়ে বড়ো নয়। (১৭)তোমরা রহমতপ্রাপ্ত, যদি তোমরা এসব জানো ও করো। (১৮)আমি তোমাদের সবার কথা বলছি না; আমি জানি আমি কাদের বেছে নিয়েছি। কিন্তু পূর্বের কিতাবের কথা অবশ্যই পূর্ণ হবে, 'এমন একজন রয়েছে, যে আমার রুটি খাচ্ছে, সে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।' (১৯)এসব ঘটার আগেই আমি তোমাদের বললাম, যেনো যখন এসব ঘটবে, তখন তোমরা বিশ্বাস করতে পারো যে, আমিই তিনি।

(২০)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমি যাদের পাঠাই, তাদের একজনকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকে গ্রহণ করে এবং যে আমাকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সে তাঁকেই গ্রহণ করে।" (২১)একথা বলার পর হযরত ইসা আ. অন্তরে অস্থির হলেন এবং বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সাথে বেইমানি করবে।" (২২)হাওয়ারিরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন; বুঝতে পারলেন না যে, তিনি কার কথা বলছেন।

(২৩)তাঁর এক হাওয়ারি- যাকে হযরত ইসা আ. মহব্বত করতেন- তাঁর পাশেই বসেছিলেন। (২৪)হযরত সাফওয়ান পিতর তাঁকে বললেন, যেনো তিনি হযরত ইসা আ.কে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি কার বিষয়ে বলছেন। (২৫)তাই তিনি হযরত ইসা আ.-র দিকে ঝুঁকে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর, সে কে?"

(২৬)হযরত ইসা উত্তর দিলেন, "এই রুটির টুকরো পাত্রে ডুবিয়ে আমি যাকে দেবো, সে-ই সে।" তিনি রুটি ডুবিয়ে ইহুদা ইবনে সিমোন ইস্কারিয়োতকে দিলেন।

(২৭)রুটির টুকরো নেবার পর শয়তান তার ভেতরে ঢুকলো। হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "যা করতে যাচ্ছো তা তাড়াতাড়ি করো।"

(২৮)টেবিলে যারা বসেছিলেন, তারা কেউ জানতেন না যে, তিনি কেনো তাকে একথা বলছেন। (২৯)কেউ কেউ মনে করলেন, যেহেতু তহবিল ইহুদার কাছে রয়েছে, তাই তিনি তাকে বলছেন, 'ইদে আমাদের যা লাগবে তা কিনে আনো' ; অথবা হয়তো গরিবদের কিছু দিতে বলছেন। (৩০)রুটির টুকরো নেবার পর সাথে সাথেই তিনি বাইরে চলে গেলেন। তখন ছিলো রাত।

(৩১)তিনি বাইরে চলে যাবার পর হযরত ইসা আ. বললেন, "ইবনুল-ইনসান এখন মহিমান্বিত হয়েছেন এবং আল্লাহ তাঁর মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হয়েছেন। (৩২)যদি আল্লাহ তাঁর মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহও তাঁকে মহিমান্বিত করবেন এবং এখনই মহিমান্বিত করবেন।

(৩৩)আমার সন্তানেরা, আমি আর অল্প কিছুদিন তোমাদের সাথে আছি। তোমরা আমার খোঁজ করবে। আমি যেমন ইহুদিদের বলেছি, তেমনি তোমাদেরও বলছি, 'আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না। (৩৪)আমি তোমাদের একটি নতুন হুকুম দিচ্ছি যে, তোমরা একজন অন্যজনকে মহব্বত করো। আমি যেভাবে

তোমাদের মহব্বত করেছি, একইভাবে তোমাদেরও উচিত একে অন্যকে মহব্বত করা। (৩৫)যদি তোমাদের একজনের জন্য অন্যজনের মহব্বত থাকে, তাহলে সবাই জানবে যে, তোমরা আমার উম্মত।"

(৩৬)হযরত সাফওয়ান পিতর তাঁকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা এখন সেখানে যেতে পারো না কিন্তু পরে তোমরা আমার কাছে আসবে।" (৩৭)হযরত পিতর রা. তাঁকে বললেন, "হুজুর, কেনো আমি এখনই আপনার সাথে যেতে পারবো না? আমি আপনার জন্য আমার জীবন দেবো।" (৩৮)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "তুমি কি আমার জন্য তোমার জীবন দেবে? আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজ মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।